046 গ্রামীণ শিশু ও দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন প্রকল্পের ঋণ কর্মসূচী – একটি সংক্ষিপ্ত জরীপ

(প্রকাশকাল জুন, ১৯৮৭)

ক) গবেষক পরিচিতি

১। এম, এ, মান্নান
উপ-পরিচালক (গবেষণা)
এম.এ. (মনোবিজ্ঞান), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

২। ড. মোঃ রফিকুন নবী
সহযোগী অনুদেষ্টা
এম.এসসি (জুলোজি), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

খ) গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহকে সংক্ষেপে নিমরুপে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ

১. সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধমে গ্রামের দরিদ্র শিশু ও দুঃস্থ পরিবারের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা;

২. গর্ভজনিত দূর্ঘটনার কারণে মায়ের অকাল মৃত্যু হার হ্রাস করা এবং মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করা।

৩. স্থানীয় মক্তবের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র ভর্ত্তির হার বৃদ্ধি করা।

৪. পানি ও মলবাহি জনিত সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা এবং মা ও শিশুদের রক্ত শুন্যতা ও রাত কানা রোগের প্রাদুর্ভাব কমিয়ে আনা।

৫. হাঁস-মুরগী ও মাছের চাষ বৃদ্ধি করে আমিষের অভাব পূরণ করা।

৬. প্রকল্পভূক্ত এলাকায় অধিক পরিমানে পুষ্টিকর ফল ও শাক সব্জির চাষ ও আহারের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

৭. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ঋণের সাহায্যে ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও মহিলাদরে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও আয় বৃদ্ধি করা।

৮. স্থানীয় জনসাধারণের ব্যাপক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রনয়নে জনগণকে সহায়তা দেয়া ও গ্রাম উন্নয়নের জন্য উপযোগী প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা।

গ) উপসংহার

গ্রামীণ শিশু ও দুঃস্থ পরিবার উন্নয়ন প্রকল্প বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম ধর্মী। গ্রামীণ দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে একটি প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যেমে প্রয়োজনীয় ঋণ ও অন্যান্য সাহায্য সহায়তা প্রদান করে তাদের ভাগ্য উন্নয়ন করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। বর্তমান

জরীপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, কিছু দূর্বলতা থাকা সত্বেও প্রকল্পের ঋণ কমূসূচী প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগণের ঋণ চাহিদা পূরণে ও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। সদস্যদের ঋণের ব্যবহার ও ঋণ পরিশোধ আশাব্যঞ্জক না হলেও বাংলাদেশের ব্যাংক বা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সাথে তুলনা করলে মোটামুটি সন্তোষজনক বলা যেতে পারে।

গ্রামীণ ঋণের যথাযথ ব্যবহার অনেকাংশে নির্ভর করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তদারকীর উপর। তথ্য সংগ্রহকালীন সময়ে সদস্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করে জানা গেছে যে, এই প্রকল্পের ঋণ তদারকী ব্যবস্থা অত্যন্ত দূর্বল। প্রকল্প কর্মকর্তা ও প্রকল্পের মাঠকর্মীরা এ ব্যাপারে তেমন কোন ভূমিকা পালন করেছেন বলে মনে হয় না। প্রভাবশালী সদস্যদের নীতিহীনতা ও দলীয় কোন্দলের কারণে অধিকাংশ গ্রামীণ দলই অকেজো বলে মনে হয়েছে। অনেক প্রকল্পে বেশ কিছু টার্গেট বহির্ভূত পরিবার অনাধিকার প্রবেশ করে প্রকল্পের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা করায়ত্ব করার চেষ্টা করেছে। এসব সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রকল্পের বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থার অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। প্রকল্পের দূর্নীতি পরায়ন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

সদস্যদের উৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের অধীনে ঢালাওভাবে বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান না করে স্থানীয় সমস্যা ও প্রয়োজনের আলোকে এগুলো নির্দ্ধারণ করলে সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সদস্যদের অধিকতর উপকার হবে বলে আশা করা যায়।

প্রকল্পের ব্যাপারে মহিলা সদস্যদেরকেই অধিকতর উৎসাহী বলে মনে হয়েছে। তুলনামূলকভাবে মহিলা সদস্যরা ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহার করেছেন ও যথাযথ পরিশোধ করেছেন। বেকারাত্বের দরুণ গ্রামীণ মহিলারা অধিকতর অসহায়। প্রকল্পের ঋণ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তাদের বেকারত্ব অনেকাংশে কমিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদাবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদেরকে পৃথকভাবে সংগঠিত করে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিলে তারা আরও ভালভাবে কাজ করতে পারবে মনে হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে বর্তমান প্রকল্প গ্রামীণ দুঃস্থ পরিবারের জীবনে এক নূতন আশার সঞ্চার করেছে। যথাযথ পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হলে এই প্রকল্প গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম বলে আশা করা যায়।